সাতদিন

১৯ নবেম্বর : ঘূর্ণিঝড় কবলিত দুর্গত মানুষের সহায়তা করতে মার্কিন সেনাবাহিনীর দুটি উড়োজাহাজ ঢাকায় এসেছে।
পৃথক দুটি চাঁদাবাজির মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে তারেক রহমান।

২০ নবেম্বর : 'দলমত নির্বিশেষে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন'- জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ।

২১ নবেম্বর : ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পৌনে দুই হাজার কোটি টাকা সাহায্য দেবে বিশ্বব্যাংক।

শেখ হাসিনার সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের পাঠানো নোটিশকে অবৈধ ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট।

২২ নবেম্বর : রাষ্ট্রায়ত্ত সাতটি পাটকল ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছে পাট ও পাটশিল্প গণকমিশন।

শুল্ক ফাঁকি ও গাড়ি ঘুষ দেয়ার মামলায় বিএনপির সংস্কারপন্থী নেতা আশরাফ হোসেন কারাগারে।

২৩ নবেম্বর : 'ত্রাণ বিতরণের সঙ্গে জরুরি অবস্থা তোলার সম্পর্ক নেই'- জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার আহ্বান প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ।

২৪ নবেম্বর : বরিশালে ত্রাণ কাজ শুরু করেছে মার্কিন মেরিন সেনাদল।

২৫ নবেম্বর : ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার ঘটনায় মতিউর রহমান নিজামী ও লুৎফুজ্জামান বাবরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবি জানিয়েছে জিল্লুর রহমান।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ১৩০ কোটি টাকা ঋণ দেবে অর্থ মন্ত্রণালয়। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

অনিশ্চয়তার রাজনীতি

শুভ কিবরিয়া

জনমানুষের দুর্ভোগ আপাতত শেষ হচ্ছে না। বাজারের চড়া দাম নিয়ে উৎকণ্ঠা, ধাবমান মুদ্রাস্ফীতির উচ্চকণ্ঠ, বাজার সিন্ডিকেটের অসাধু তৎপরতা এসব নিয়ে কথাবার্তা যখন চলছিল, দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যখন চাপ বাড়ছিল, ঠিক তখনই ঘূর্ণিঝড় সিডর এলো এক ধ্বংস যজ্ঞ নিয়ে। দেশের পুরো দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা জুড়ে মৃত্যু, ক্ষতি আর অর্থনীতির তাৎক্ষণিক বিপর্যয় নিয়ে। এখনো গোটা দেশের দৃষ্টি ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত জনমানুষের দুর্ভোগ, ত্রাণ ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার দিকেই। দেশের প্রায় বিপর্যস্ত অর্থনীতির উপর সিডরের একটা বড় প্রভাব পড়বে। ফসল, মাছের ঘের, বসতবাড়ি দারুণভাবে আক্রান্ত হওয়ায় চলমান অর্থনীতির উপর এর একটা তীব্র ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে। সরকার এই দুর্ভোগকে জনসম্মিলনের শক্তিকে সমন্বিত করে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলে খাদ্য সংকটের মতো করুণ পরিণতির ঘটনা ঘটতে পারে সামনে।

২.

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার পূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে আসেনি এখনো সরকার। সিডর-পরবর্তী ঘটনায় প্রশ্ন জাগছে, সময়মতো সেই কাজটি কি করতে সক্ষম হবে সরকার? নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শেষে যে নির্বাচনী আচরণ বিধি এবং প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করবে সেসব বিষয়ে যথেষ্ট জটিলতা শুরু হয়েছে। বিএনপির দুই গ্রুপের নিজেদের ঝগড়ায় নির্বাচন কমিশন বিএনপি (সা-হা)কে সুবিধে দিলে অপরপক্ষ আইনের আশ্রয় নেয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রত্যাশা মতোই বিএনপি খালেদাপন্থীরা শেষ আশ্রয় হিসেবে আদালত কে বেছে নিয়েছে। আদালতের এই হ্যাপা এখন সামলাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। এই নতুনতর ঝামেলায় জড়িয়ে নির্বাচন কমিশন তার কর্মতৎপরতা, তার আস্থা, তার নিরপেক্ষতার বিষয়ে নিরঙ্কুশ জনআস্থা কতটা ধরে রাখতে পারবে সে বিষয়ে নানা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভোটার লিস্ট, আইডি কার্ড, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স- এসব প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন কাজে নামলেও জনমনে ভরসার জায়গা খুব একটা তৈরি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সুতরাং যথাসময়ে নির্বাচন করা আদৌ সম্ভব হবে কি না সেটি এখন একটা সংশয়তাড়িত ভাবনাই বটে।

৩.

রাজনীতিবিদের ভেঙেচুরে সংস্কারের উদ্যোগ আপাতত অসফল। ভবিষ্যতে সফল হওয়া খুব একটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। কেননা বিড়াল মারতে রজনী কাটিয়ে দিলে, দিনের আলোয় বিড়াল পালিয়ে যায়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিতে হাসিনা-খালেদা বিরোধীদের কারও কারও জায়গা শক্তিমান হলেও দুইনেত্রী মাইনাস করে বড় কোনো পরিবর্তন আনার মতো অবস্থায় তারা কেউই নেই। আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থী নেতা, আপাতত চুপচাপ থাকা আমির হোসেন আমু সরব হলে নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষ এবং মিডিয়ার নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। দুর্নীতি এবং আত্মীয়তন্ত্রের যে অভিযোগ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে উঠেছে আমির হোসেন আমু এসব থেকে মুক্ত – সেই বিশ্বাস খুব কঠিন হবে। বছরের পর বছর সিঙ্গাপুরে স্ত্রীকে নিয়ে বিলাসবহুল চিকিৎসার খরচ যোগাল কে? এই টাকার উৎস কি? এই টাকা বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে গেল কোন প্রক্রিয়ায়–এসব প্রশ্নের সদুত্তর মানুষ জানতে চাইবে।

সংস্কারবাদী সরব নেতা আমির হোসেন আমুর পথ অনুসরণকারী আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ইতিমধ্যে অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। হাসিনা মাইনাস গানের কোরাস থেকে সরে এসেছেন। নীরব সংস্কারপন্থী সাবের চৌধুরী, আসাদুজ্জামান নূররা পাদ প্রদীপের আলোয় এলেও নেতা-কর্মীদের সমর্থন এবং ভবিষ্যতের ভোটের রাজনীতির প্রশ্নে হাসিনা-মাইনাস গান থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন। আওয়ামী লীগ ত্যাগী সাবেক পিডিপি নেতা সাঈদ খোকনের পরিণতি এদের অনেককে আরো সতর্ক করে তুলবে। সুতরাং শেখ হাসিনা জেলে থেকে মাইনাসের বদলে দলের মধ্যে প্লাসে পরিণত হবেন। সংস্কারপন্থীদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই অধিকতর হাসিনামুখীন হবেন এখন তারা। এবং এই অবস্থা সামনের দিনগুলোতে ঘটবে দ্রুতই।

ক্ষমতাধর দুর্নীতিবাজ পুত্রদ্বয়ের পিতা সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর এবং মেজর (অব.) হাফিজের বিএনপির দশা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সরকারের বিশেষ প্রটেকশনে যেদিন তারা বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে ঢোকেন

খাদ্যের জন্য প্রতীক্ষা

আরাফাতুল ইসলাম *বাগেরহাট থেকে*

খুড়িয়াখালীতে যাবার রাস্তাঘাট অধিকাংশই ভারী যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী। তবে একটি খাল আছে সেখানে যাবার জন্য। আর তাই ছোট্ট একটি ইঞ্জিনচালিত বোটে করে বৃহস্পতিবার রওনা দেই সেখানে। বিভিন্ন পশুপাখির মরদেহ ভাসছিল সেই খালে। আর মাঝে-মাঝেই দেখা মিলছিল মানুষের লাশের। কখনো ছোট শিশু, কখনো মহিলার লাশ। সাইক্লোনের প্রায় ৯ দিন পরেও লাশগুলো তুলে নেয়ার উদ্যোগ নেয়নি কেউ। পচন ধরে ফুলে উঠেছে সেগুলো।

খাবারের জন্য হাহাকার চলছে খুড়িয়াখালী গ্রামে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তেমন কোনো সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য জোটেনি তাদের। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল জলিল জানান, আমাদের গ্রামটা হচ্ছে মাঝখানে। এর একপাশে সাউথখালী, আরেকপাশে স্মরণখোলা। এখন নদীপথে যেসব ত্রাণ আসে সেগুলো আমাদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায় না। আর হেলিকপ্টার নামার মতো জায়গাও নেই। এজন্য নাকি আমরা সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছি না। খুড়িয়াখালী গ্রামে বিশুদ্ধ পানির ভাণ্ডার বলতে ছিল কয়েকটি পুকুর। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের পর সেগুলোর পানি আর খাওয়ার উপযোগী নেই। বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা আর গাছপালার পাতা জমে পানি হয়ে উঠেছে বিষাক্ত। পাশের খালে এখনো ভাসছে লাশ। আর তাই খাওয়ার পানি জোগাড় করাও বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বলে কি থেমে আছে জীবন? মোটেই না। তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত লাশ ভেসে বেড়ানো খালের পানিতেই গোসল করছে অনেকে। কেউ বা মাজছে থালা-বাসন।

খুড়িয়াখালী গ্রামে বসবাসরত মানুষের কাজ মূলত তিনটি। জমি চাষ, মাছ চাষ আর বাগান তৈরি। এবারের ঘূর্ণিঝড় বাকি রাখেনি কিছুই। শত শত একর জমিতে সদ্য পাকন ধরা ধান নষ্ট হয়েছে। মাছ চাষীদের ঘেরগুলো আছে, তবে মাছে ভেসে গেছে ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে। আর বাগানের গাছগুলো, মাথা ছুঁইয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। ফলে শুধু গরিব নয়, অনেক মধ্যবিত্ত চাষীও এখন কপর্দকশূন্য, নিঃস্ব।

এই গ্রামের মানুষ নাকি সাইক্লোনের খবর পেয়েও সাইক্লোন শেল্টারে যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল জানান, কিছুদিন আগে আমাদের এলাকায় মাইকিং করে বলা হয়েছিল যে সুনামি আসছে। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে যান। সেই কথা শুনে অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরে দেখা গেল সুনামি দূরে থাক, সেই রাতে জোরে বৃষ্টিও হয়নি। একই রকম আরেকদিন মাইকিং করা হয়েছিল তখনো কিছু হয়নি। তো দুইবার ভুল মাইকিং হওয়ার ফলে মানুষেরও ধারণা হয়েছিল এবারও কিছু হবে না। আর তাই অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ে যায়নি।

কামরুল আরো জানান, আমাদের গ্রামে কোনো সাইক্লোন শেল্টার নেই। কাছে-পিঠে যেটা আছে সেটাও প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার আভাস পাওয়ার পর এই এলাকার মানুষ সাইক্লোন শেল্টারে গিয়ে জায়গা পায় না। তাই আমাদের গ্রামে অন্তত দুইটি সাইক্লোন শেল্টার প্রয়োজন। তাহলে ভবিষ্যতে এ রকম ঘটনা ঘটলে অনেক মানুষ রক্ষা পাবে। আশার কথা হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সাহায্যার্থের এগিয়ে আসছে দেশী-বিদেশী শত শত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে দুর্গত এলাকাগুলোতে সুষম বণ্টন হচ্ছে না সেগুলো। ফলে কিছু কিছু এলাকায় ত্রাণ পৌঁছাচ্ছে আবার কোনো কোনো এলাকা কিছুই পাচ্ছে না। সাউথখালীর মানুষরা নিয়মিত বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে ত্রাণ পেলেও মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে থাকা খুড়িয়াখালীর মানুষের দিন কাটছে অর্ধাহারে, অনাহারে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সাহায্য পাবার অপেক্ষায় আছে তারা।

সেদিনও চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং ক্যাডারদের সহায়তা নিতে হয়েছে হাফিজ গংদের। নবীউল্লাহ নবীর মতো পেশিশক্তির মানুষদের উপর ভরসা করতে হয়েছে তাদের। খালেদা জিয়ার সঙ্গে আপস করে বিএনপিতে একটা ন্যূনতম রফা করতে না পারলে সংস্কারপন্থী বিএনপি নেতাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ খুব দুর্বল হয়ে পড়বে অচিরেই। দলের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে দ্রুত ছিটকে পড়লে তাদের একমাত্র ভরসা হবে মহল বিশেষের সমর্থন এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশীদার হওয়া। এ দুটোর কোনোটাই তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক লাভালাভ বয়ে আনবে না।

৪.

দেশের খনিজ সম্পদ বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক মহলের আগ্রহ ছিল তাদের অনেকেই তৎপর হয়েছে। ফুলবাড়ীর কয়লাখনির বিষয়ে এশিয়া এনার্জির তৎপরতা বিশেষভাবে বেড়েছে। সরকারের মধ্যে উপদেষ্টাসহ আমলাদের একটি মহলকে দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা মেটানোর প্রশ্নে কয়লা দ্রুত উত্তোলনের বিষয়ে খুব আগ্রহী দেখা যাচ্ছে। গণমাধ্যম কর্মীসহ বিশেষজ্ঞ এবং আমলাদের একট গ্রুপ খুব সক্রিয় এ বিষয়ে। এশিয়া এনার্জির পক্ষে লবিং করতে তারা উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নে ফুলবাড়ীর কয়লা চাই– এ রকম আওয়াজ তুলে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে নানান সভা সেমিনার করছেন। অন্যদিকে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত হলেও সরকারি এই কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি অক্ষুণ্ন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডে প্রমাণিত হয় দেশের খনিজ সম্পদ বিষয়ে নতুনতর ষড়যন্ত্র চলছে এবং তার গতিও বাড়ছে। এ সব বিষয়ে জনসতকর্তা এখন খুব জরুরি।

৫.

বাংলাদেশের সামনে ভবিষ্যৎ কি? জনমানুষের শাসন নাকি ভর করবে অন্যরকম কিছু? সে সংশয় এবং আশংকা এখনো কেটে যায়নি। তবে আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তানের অভিজ্ঞতায় বলা যায় বাংলাদেশের রাজনীতি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত বিপদগামী রাজনীতিবিদরাই কি ফিরে আসবেন ক্ষমতার পাদপ্রদীপে? নাকি জনগণ থেকে দূরে থাকা বিশেষ শ্রেণী যারা অকারণে জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দেবে উন্নয়নের নামে, বিদেশী প্রভুদের স্বার্থ সুরক্ষায় তারাই দাঁড়িয়ে যাবেন সামনে? বাংলাদেশ এখন সেই রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে। ভরসা কেবল জনমানুষ।

এম নুরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরস্কার পেলেন

সওয়ার-উল-ইসলাম

ছড়াকার সারওয়ার-উল-ইসলাম ২০০৭ সালের 'এম নুরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরস্কার' পেয়েছেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর লেখা 'কালোপরী' উপন্যাসের জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কার হিসেবে তিনি ক্রেস্ট, সনদ ও নগদ ১০ হাজার টাকা পাবেন। সারওয়ার-উল-ইসলাম ছোটদের জন্য ছড়া, গল্প, উপন্যাস লেখেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছড়াগ্রন্থ : কানাবগির ছা, খোকার ছড়া খুকুর ছড়া, বিলাই ম্যাঁও কাঁটা খাও, মেঘ দিয়েছে উড়োচিঠি, বৃষ্টিরা যায় ইশকুলে, গুডবাই টাটা। উপন্যাস : লাল সূর্যের দেশ, লোকটা পালিয়ে গেল, ইরকিটি কিরকিটি ভূতং চৌধুরী, পিচ্চিবুড়ি। গল্প : দুষ্টু ছেলে আমি, ভূতের নাম এলাটিং বেলাটিং, ভূতের লাল হাফপ্যান্ট, ইশকুলযাত্রা। সারওয়ার-উল-ইসলাম দৈনিক প্রথম আলোতে সিনিয়র সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন।